**প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট - ৩৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী-২০১১**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ঢাকা, মঙ্গলবার, ২১ আষাঢ় ১৪১৮, ০৫ জুলাই ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধান,

প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের কমান্ড্যান্ট ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

‘প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট'-এর ৩৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আজকের এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

১৯৭৫ সালের ৫ই জুলাই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর নিজস্ব উদ্যোগে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকতে পিজিআরের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম দেখে যেতে পারেননি।

আজকের এই শুভদিনে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি পিজিআরের প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

সময়ের বিবর্তনে পিজিআর আজ অনেক বড় হয়েছে; স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনকালে আপনাদের সঙ্গে আমার প্রতিদিনই দেখা হয়। আপনাদের দক্ষতা, কর্তব্যপরায়নতা ও একাগ্রতা প্রমাণ করে যে, আপনারা সবাই বিশেষভাবে নির্বাচিত ও আস্থাভাজন সৈনিক।

ঝড়-ঝঞ্ঝা, রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে আপনারা একনিষ্ঠভাবে কর্তব্যকর্ম পালন করে যাচ্ছেন। আপনাদের এ নিষ্ঠা প্রশংসার দাবীদার।

প্রিয় গার্ডস,

আপনারা জানেন ‘রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নিয়ে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম হ্রাস, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, জঙ্গি দমন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সঙ্কট নিরসন আমাদের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল। আমরা সফলতার সঙ্গে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে যাচ্ছি।

আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে এ দেশের সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। এজন্য যা যা করা প্রয়োজন আমরা তা করব ইনশাআল্লাহ।

২০২১ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে একটি মধ্যম আয়ের ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর করতে চাই। আমরা ক্ষুধা, দারিদ্র্য দূর করে বাংলাদেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাই।

সুধিবৃন্দ,

সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আমার এক ধরনের বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে। কারণ, আমার আদরের দুই ছোট ভাই শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল ও লে. শেখ জামাল ছিল এই সেনাবাহিনীরই কর্মকর্তা ছিল। ঘাতকদের নির্মম বুলেটে ৭৫ এর ১৫ই আগস্ট তাঁরা শাহাদাতবরণ করে।

১৯৯৬-২০০১ সালে দায়িত্ব পালনকালে আমরা সশস্ত্রবাহিনীর উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করি। সেনাবাহিনীতে বেশ কয়েকটি ইউনিট, ব্রিগেড এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছি।

সশস্ত্রবাহিনীর পেশাগত দক্ষতা, প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধি এবং সার্বিক আর্থ-সামাজিক কল্যাণে আমরা ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ ও মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (MIST) স্থাপন করেছি। প্রতিষ্ঠা করেছি আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন এন্ড ট্রেনিং (BIPSOT) এর মত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য এবার আমরা দেড় শতাধিক এপিসি ক্রয় এর কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি। সেনাবাহিনীর জন্য ইতোমধ্যে একটি এডি রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর এসপি রেজিমেন্টের জন্য এসপি গান ক্রয়, অত্যাধুনিক এ্যামুনিশন ল্যাব প্রস্ত্তত, এমবিটি ২০০০-চায়না মডেলের ৪৪টি ট্যাঙ্ক ও শান্তিরক্ষা মিশনের জন্য হেলিকপ্টার ক্রয়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দেশের পূর্ব সীমান্ত সুরক্ষার জন্য রামুতে একটি ব্রিগেড গ্রুপের জন্য স্থায়ী নিবাস ও অভিযানিক বিন্যাস (Operational deployment) সম্পন্ন করা হয়েছে।

বিমান বাহিনীর জন্য মিগ-২৯ সংগ্রহ করা হয়েছে। কক্সবাজারে একটি অগ্রবর্তী ঘাঁটি নির্মাণের কাজ চলছে।

নৌ বাহিনীর জন্য সংগৃহীত বিএনএস বঙ্গবন্ধু বিগত জোট সরকার ডিকমিশন্ড করছিল। এবার আমরা আবার তা চালু করেছি। বিএনএস ‘বঙ্গবন্ধু'র কার্যক্ষমতা আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দুটি হেলিকপ্টার এবং মিসাইল ক্রয়ের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। খুলনা শীপইয়ার্ডে পাঁচটি গানবোট তৈরির কাজও চলছে।

আমরা সিএমএইচ, ঢাকাকে সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। এছাড়া, ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এগুলো সম্পন্ন হলে সেনাবাহিনীর আভ্যন্তরীণ চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি হবে।

আমাদের সময়ই সেনাবাহিনীর সদস্যদের কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড। এছাড়া, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের জন্য স্বাস্থ্যবীমার মত আরও কিছু কল্যাণমুখী পদক্ষেপ আমরা নিয়েছিলাম।

আমাদের সরকারের আমলেই সৈনিকদের আহারে দু'বেলা ভাতের ব্যবস্থাসহ খাবারের মান উন্নত করা হয়। ইতোমধ্যে সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের আবাসিক সমস্যা সমাধানে আমরা বহুতল ভবন নির্মাণসহ বেশকিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম। সেনা অফিসারদের জন্য এ.এইচ.এস প্রকল্পের বাস্তবায়ন এগিয়ে চলছে।

পর্যায়ক্রমে জেসিও এবং অন্যান্য পদবির কর্মকর্তাদের জন্য একই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়া জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন হতে আমাদের সৈনিকদের দেশে সহজে টেলিফোনে কথা বলার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং পর্যাপ্ত প্রশাসনিক সরঞ্জামাদির সমন্বয়ে একটি আধুনিক যুগোপযোগী বাহিনী হিসেবে সশস্ত্র বাহিনীকে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা আমরা সর্বদাই অনুভব করেছি।

আমাদের সেনাবাহিনী শান্তি রক্ষায় বিভিন্ন দেশে নিয়োজিত রয়েছেন। আন্তর্জতিক অঙ্গনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁরা দক্ষতা ও নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।

বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বাধিক শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে তার শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করেছে।

আমাদের সরকার সশস্ত্রবাহিনীর জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জামাদির ব্যবস্থাসহ বাহিনীর আধুনিকায়নে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। যাতে বাংলাদেশ আরও অধিক হারে শান্তিরক্ষী প্রেরণ করতে পারে এবং আমাদের এই শীর্ষ অবস্থান বজায় থাকে।

প্রিয় গার্ডস,

আপনারা সকলেই আমাদের গর্বিত ও দক্ষ সেনাবাহিনী হতে বিশেষভাবে নির্বাচিত। আপনাদের দীপ্ত ও গর্বিত পদচারণায় এবং কর্তব্য পালনে একনিষ্ঠতায় আমি একটি অত্যন্ত সুশৃংখল ও দক্ষ বাহিনীর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। আল্লাহ রাববুল আলামীন যেন আমাদের এ সম্মান চির অক্ষুন্ন রাখেন।

কার্যকর কমান্ড চ্যানেলই সেনাবাহিনীতে যে কোন কাজ সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। আমি বিশ্বাস করি, সকলস্তরের কমান্ডারদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও তাঁদের প্রতি অনুগত থাকলে যে কোন কাজ দক্ষতা, শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের সঙ্গে সমাধান করা সম্ভব।

নেতৃত্বের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রেখে সকল কাজে আপনারা এগিয়ে যাবেন বলে আমি প্রত্যাশা করি।

প্রিয় গার্ডস,

সামরিক জীবনে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন হয়। আর জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। সঠিক প্রশিক্ষণ সকলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখে, পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে, দক্ষতা বাড়ায় এবং সর্বোপরি অনুগত থাকতে শেখায়। কর্তব্যের পাশাপাশি তাই আপনারা প্রশিক্ষণও চালিয়ে যাবেন।

আজ আমি স্মরণ করছি আপনাদের পূর্বসূরীদের যাঁরা কর্তব্য পালনকালে আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে এ রেজিমেন্টের ইতিহাসকে করেছে গৌরবান্বিত এবং অনুকরণীয়।

দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে আপনাদের একাগ্রতা ও নিজেকে উৎসর্গের মনোভাব চিরদিন যেন বজায় থাকে।

আমি সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের সকল শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

পরিশেষে, আমি আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য, মঙ্গল ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি। প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট তার চিরাচরিত সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে আরও সফলতা অর্জনে সক্ষম হোক, দৃপ্ত পদক্ষেপে তারা আরও সামনে এগিয়ে যাক, এ কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

.....